সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৪০
WEEKLY BOOKLET: 440

যা প্রিয় নবী ﷺ এর পছন্দ, তা আমার পছন্দ

সম্পদের চিন্তায় এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু	৯
দুনিয়া ও আখিরাতে সফল কে?	২৬
নামাযে অলসতা করা ব্যক্তিদের শাস্তি	২৩
চোখে জাহান্নামের আগুন	২৮

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

যা প্রিয় নবী ﷺ এর পছন্দ, তা আমার পছন্দ

আত্তারের দোয়া: হে দয়াময় আল্লাহ! যে ব্যক্তি এই **"যা প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর পছন্দ, তা আমার পছন্দ"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর ইশকে রাসূলের অংশ দান করো এবং তাকে পিতা-মাতা ও পরিবারসহ জান্নাতুল ফেরদৌসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার দুই চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, সে মুনাফেকি এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মু'জামু আওসাত, ৫/২৫২, হাদীস: ৭২৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চাদর আগুনে ফেলে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন শুয়াইব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: একবার আমি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে হাজির হলাম। আমার গায়ে জাফরানি বা সোনালি রঙের হালকা একটি চাদর ছিল। তা দেখে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: এটা কী পরেছ? আমি এই প্রশ্নে অসন্তোষের প্রভাব বুঝতে পারলাম। যখন আমি পরিবারের কাছে ফিরে গেলাম, তখন তারা চুলা জ্বালিয়ে রেখেছিল। সুতরাং আমি সেই চাদরটি তাতে ফেলে দিলাম। পরের দিন যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হলাম, তখন প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: সেই চাদরটি কোথায়? আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তা তো আমি আগুনে ফেলে দিয়েছি। ইরশাদ করলেন: তুমি সেই চাদরটি নারীদের পরিয়ে দিলে না কেন? নারীদের পরিয়ে দেওয়ায় কোনো দোষ ছিল না।

(আবু দাউদ, ৪/৭৩, হাদীস: ৪০৬৬)

ঘর ভেঙে সমান করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর দৌলতখানা থেকে বাইরে কোথাও তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন রাস্তায় একটি উঁচু ঘর দেখলেন, যা গম্বুজাকৃতির ছিল। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে জিজ্ঞাসা করলেন: এটা কী? তাঁরা আরয করলেন: এটা অমুক আনসারীর ঘর। এটা শুনে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চুপ হয়ে গেলেন। অন্য এক সময় যখন সেই আনসারী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হলেন

এবং সালাম আরয করলেন, তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উত্তর প্রদান করলেন না। তিনি ভাবলেন হয়তো তাঁর মনোযোগ নেই, তাই পুনরায় সালাম আরয করলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বারও উত্তর পেলেন না। এখন তিনি ঘাবড়ে গেলেন এবং সেখানে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে বলতে লাগলেন: আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসন্তুষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তাঁকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইরে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন রাস্তায় আপনার ঘর দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এটা কার? অর্থাৎ আমাদের ধারণা এটাই যে, আপনার প্রতি অসন্তুষ্টির কারণ আপনার নির্মিত উঁচু ইমারত, তা শুনে তিনি (আনসারী) তাঁর ইমারতের দিকে গেলেন এবং তা ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। ঘটনাক্রমে আরেকবার প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই স্থান দিয়ে গমন করলেন, তখন দেখলেন সেই গম্বুজ সেখানে নেই। কাজেই তিনি তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যখন আমরা সেই আনসারীকে জানালাম যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার ঘর দেখে অপছন্দ প্রকাশ করেছেন এবং এ কারণে আপনার সালামের উত্তরও দেননি, তখন তিনি তাঁর ঘর এমনভাবে ভেঙে ফেললেন যে, এর নাম-নিশানাও অবশিষ্ট রইল না। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: প্রতিটি নির্মাণ মানুষের উপর বোঝা, কেবল তা ছাড়া, যা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং অপারগতার কারণে হয়। **(আবু দাউদ, ৪/৪৬০, হাদীস: ৫২৩৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো, সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان প্রিয় নবী, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কতটা ভালোবাসতেন, যেই বিষয়টি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট অপছন্দনীয় হত, সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان তা একেবারে মূল থেকেই শেষ করে দিতেন। যেমনটি সায়্যিদুনা আমর বিন শুয়াইব رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর চাদর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট অপছন্দনীয় লাগল, তখন তিনি তাঁর সেই চাদরটি আগুনে ফেলে দিয়ে শেষ করে দিলেন। একইভাবে যখন এক আনসারীর ঘরকে (গম্বুজাকৃতির হওয়ার কারণে) হুযুর صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অপছন্দ করলেন, তখন তিনি তাঁর ঘরকে একদম মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। শরীয়ত হলো প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দের নাম। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যা বলেন, যা চান, যা আদেশ করেন, যা পছন্দ করেন, যা অপছন্দ করেন, শরীয়তের হুকুমগুলো তার উপরই নির্ভর করে।

আমাদের বর্তমান অবস্থা

আপনারা সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان এর আনুগত্য এবং প্রেম ও ভালবাসার প্রেরণা লক্ষ্য করলেন। এখন একটু নিজেদের প্রেরণার দিকেও তাকান এবং চিন্তা করুন যে, একদিকে তাঁরাও মুসলমান ছিলেন এবং অন্যদিকে আমরাও মুসলমান, কিন্তু আমাদের এবং তাঁদের মধ্যে কতটা স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে? তাঁরা এমন উদ্দীপনা, প্রেরণা, সম্মান, সাহস এবং শক্তি পেয়েছিলেন যে, যেদিকেই যেতেন সফলতা এগিয়ে এসে তাঁদের আলিঙ্গন করত এবং গন্তব্য হেঁটে এসে তাঁদের পদচুম্বন করত। আর অন্যদিকে আমরা এমন মুসলমান যে, যেদিকেই যায় গন্তব্য দূরে সরে যেতে থাকে। দেখুন! তাঁদের সর্দারও প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছিলেন

এবং আমাদের সর্দারও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, কিন্তু তাঁরা ছিলেন অনুগত আর আমরা হলাম অবাধ্য। তাঁরা অনুগত হওয়ার কারণে সম্মানিত হলেন আর আমরা অবাধ্য হওয়ার কারণে লাঞ্ছিত হলাম। কেউ কী চমৎকার বলেছেন:

وہ معزّز تھے زمانے میں مسلماں ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہو کر

ওহ মুয়াযযায থে যমানে মে মুসালমাঁ হো কর
আউর তুম খোয়ার হুয়ে তারিকে কুরআঁ হো কর

হে মুসলমানেরা! মনে রেখো! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হতে পারবে না, যতক্ষণ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দকে নিজের পছন্দের উপর প্রাধান্য দেবে না। দেখো! আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট নামায প্রিয়, অথচ উদাসীন মুসলমানের নিকট ঘুম প্রিয়। মুয়াজ্জিন ডেকে ডেকে ঘোষণা করেন: "اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم" অর্থাৎ নামায ঘুম থেকে উত্তম, কিন্তু আজকের মুসলমান চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلٰوة" অর্থাৎ আমার চোখের শীতলতা নামাযে রাখা হয়েছে। **(নাসায়ী, পৃষ্ঠা: ৬৪৪, হাদীস: ৩৯৪৬)** কিন্তু আফসোস! আজকের উদাসীন মুসলমানের সাথে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক চোখের শীতলতার কোনো সম্পর্ক নেই। হায়! রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখের শীতলতা নামাযে, অথচ উদাসীন মুসলমানের চোখের শীতলতা সিনেমা, নাটক দেখা এবং কুদৃষ্টিতে।

আফসোস! আমরা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দকে কার্যত নিজের পছন্দ বানাইনি। দেখো! রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট দাঁড়ি, বাবরী চুল, পাগড়ির মুকুট পছন্দ, কিন্তু তোমার পছন্দ? আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি না, বরং আল্লাহর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ হলো: দাঁড়ি বড় করো, গোঁফ ছোট করো এবং অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো, অর্থাৎ তাদের মতো চেহারা বানিও না।

(বুখারী, ৪/৭৫, হাদীস: ৫৮৯২)

আজ যদি কেউ বাবরী চুল রাখে এবং মুখে সুন্নাত অনুযায়ী এক মুষ্টি দাঁড়ি সাজায়, তবে নিজেকে মুসলমান দাবি করা লোকেরা দূর্ভাগ্যবশত তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং “মোল্লা” বলে তাকে বিদ্রূপ করে। এমন আকৃতি গ্রহণ করায় মা কষ্ট পায় এবং বাবা তার উপর রেগে যায়। ওহে অজ্ঞ পিতা! তোমার তো খুশিতে আন্দেলিত হওয়া উচিত যে, তুমি যার কালেমা পড়েছ, তোমার আদরের সন্তান তাঁর সুন্নাত আদায় করেছে।

মনে রাখবেন! ভালোদের অনুকরণ সব অবস্থাতেই ভালো। এই প্রসঙ্গে দুটি ঈমানোদীপ্ত ঘটনা পড়ুন:

(১) ভালোদের অনুকরণের কারণে মুক্তি মিলল

আল্লাহ পাক যখন ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়কে নদীতে ডুবিয়ে দিলেন, তখন তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি বেঁচে গেল, যে পোশাক এবং কথাবার্তায় হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর অনুকরণ করত এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় তার এই আচরণের কারণে হাসাহাসি করত। হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام তার বেঁচে যাওয়াতে

খুব অবাক হলেন এবং আল্লাহর দরবারে আরয করলেন: এ তো অন্য ফেরাউনীদের তুলনায় আমাকে বেশি কষ্ট দিত! আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: হে মূসা! আমি তাকে এ কারণে ডুবাইনি যে, সে তোমার মতো পোশাক পরেছিল এবং আমি আমার প্রিয় বান্দাদের মতো আকৃতি গ্রহণকারীকেও আযাব দিই না। **(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৮/১৫৫, ৪৩৪৭ নং হাদীসের পাদটীকা)**

(২) মাথা ও দাঁড়িতে আটা ছিটানোর অদ্ভুত ওসিয়ত

এক কৌতুক অভিনেতা মৃত্যুর সময় তার বন্ধুকে ওসিয়ত করল যে, যখন আমাকে দাফন করতে যাবে তখন আমার দাঁড়ি ও মাথার চুলে আটা ছিটিয়ে দিও। বন্ধু বলল: বন্ধু! তুমি জীবনে তো কৌতুক ও হাসি-ঠাট্টা করেছ, এখন শেষ সময়ে তো এসব থেকে বিরত থাকো! সে বলল: যদি তুমি সত্যিই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হও, তবে আমি যা বলছি তা করে দিও। বন্ধু হেসে রাজি হয়ে গেল এবং ইন্তিকালের পর সে দাফন করার সময় তার দাড়ি ও মাথার চুলে আটা ছিটিয়ে দিল। কয়েক দিন পর নিজের মৃত বন্ধুকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল: مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? মৃত বন্ধু বলল: আমাকে প্রশ্ন করা হলো যে, তুমি আটা ছিটানোর ওসিয়ত কেন করেছিলে? আমি আরয করলাম: হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রিয় মাহবুব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ শুনেছিলাম: "اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَحِيْ عَنْ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ" অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক মুসলমানের বার্ধক্যকে লজ্জা করেন। বৃদ্ধ হওয়া তো আমার ক্ষমতায় ছিল না, তাই ভাবলাম বার্ধক্যের মতো আকৃতি বানিয়ে নিই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: যাও! আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। **(মা'দানে আখলাক, পৃষ্ঠা: ৫৪)**

সাদা চুল সম্মান ও মর্যাদা

হাদীস শরীফে রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام সর্বপ্রথম সাদা চুল দেখলেন, তখন আরয করলেন: হে রব! এটা কী? ইরশাদ হলো: এটা মর্যাদা। আরয করলেন: হে আমার রব! আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও। **(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ২/৪১৫, হাদীস: ১৭৫৬)**

হে আশিকানে রাসূল! মনে রাখবেন! যতক্ষণ না আমরা প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দকে নিজের পছন্দের উপর প্রাধান্য দেব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দুনিয়ায় ব্যর্থ থাকব এবং আখিরাতেও সফল হওয়ার আশা খুব কম। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের রহমত অনেক বড়, কিন্তু একটু ভাবুন! আমাদের অবাধ্যতা কোন সীমানায় পৌঁছে গেছে! আমরা কতটা পথভ্রষ্টতার শিকার হয়েছি! আগে বান্দা গুনাহ করলে লজ্জিত হতো, কিন্তু এখন অবস্থা হলো গুনাহ করে খুশি হয় এবং কেউ বোঝালে উল্টো তাকে বিদ্রূপ করে।

আমাকে বাদ্যযন্ত্র ভাঙার জন্য পাঠানো হয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল অন্যান্য গুনাহের মতো সংগীতও খুব প্রসার হয়ে গেছে, অথচ হাদীসে পাকে এর নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনটি প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে বাদ্যযন্ত্র ভাঙার জন্য পাঠানো হয়েছে।

(কানযুল উম্মাল, খণ্ড: ১৫, ৮/৯৯, হাদীস: ৪০৬৮২)

হায়! একদিকে তো প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মোবারক ইরশাদ আর অন্যদিকে আমরা মুসলমানদের আচরণ হলো ঘরে ঘরে

সংগীতের সুর শোনা হচ্ছে। কোন ঘর কি এমন আছে, যেখানে গান-বাজনা বাজে না? কোন ঘর কি এমন আছে, যেখানে সিনেমা-নাটক দেখা হয় না?

যত সম্পদ বেশি হয়, বান্দা আল্লাহ পাক থেকে তত বেশি উদাসীন হয়ে যায়। দিন-রাত তাকে সম্পদের চিন্তা খেয়ে নেয়। তারপর ডাকাতের ভয় আলাদা থাকে, ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের লোকেরা তার ঘরের চক্কর কাটতে থাকে।

কিছু ধনী বেচারা নিজেদের সম্পদের চিন্তায় এতটাই মগ্ন থাকে যে, নিজেদের প্রাণ থেকেও হাত ধুয়ে বসে। এই প্রসঙ্গে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা পড়ুন:

সম্পদের চিন্তায় এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু

পাকিস্তানে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল যে, এক ধনী ব্যক্তিকে ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে এক কোটি রুপি ট্যাক্স জমা দেওয়ার অফিশিয়াল নোটিশ পাঠানো হলো। সে অফিসারদের সাথে ঘুষের দরকষাকষি শুরু করে দিল, যাতে কমের মধ্যে প্রাণে বেঁচে যায়। তাকে বলা হলো যে, যদি আপনি অফিশিয়ালি ট্যাক্স দিতে চান তবে আপনাকে পুরো এক কোটি রুপি দিতে হবে এবং যদি পেছনের দরজা দিয়ে দিতে চান (অর্থাৎ ঘুষের লেনদেন করেন) তবে অর্ধেকে কাজ হয়ে যাবে। সেই ধনী ব্যক্তি হয়তো ৩০ লাখ ঘুষ দিতে রাজি ছিল, মোটকথা কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হলো না এবং অফিসাররা চলে গেল। দেখুন! একদিকে মুসলমানদের এই অবস্থা যে, ঘুষের লেনদেন করছে, আর অন্যদিকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষণীয় বাণী হলো: اَلرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ كِلَاهُمَا فِي النَّار অর্থাৎ ঘুষ গ্রহণকারী এবং প্রদানকারী উভয়ই জাহান্নামী। (মু'জামু আওসাত, ১/৫৫০,

হাদীস: ২০২৬) কিন্তু আফসোস! আজকের মুসলমানদের এ ধরনের সতর্কবাণীর প্রতিও ভয় কোথায়! যাই হোক, সেই ধনী ব্যক্তিকে সারারাত এই চিন্তায় অস্থির করছিলো যে, তার নিকট ঘুষ হিসেবে ৫০ লাখ রুপি চাওয়া হচ্ছে। অবশেষে এই চিন্তাভাবনার মধ্যেই তার ঘুম এসে গেল। যখন সকাল হলো, তখন বাড়ির লোকেরা তাকে জাগানোর খুব চেষ্টা করল, কিন্তু জানা গেল যে, ৫০ লাখের চিন্তায় তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এবং এখন সে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! সম্পদ সেই ধনী ব্যক্তির কী কাজে এল? মনে রাখবেন! সম্পদ কাউকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে না। যদি সম্পদ কাউকে বাঁচাতে পারত তবে কারুনের মতো সম্পদ বর্তমানে কারো কাছে নেই। কারুন এতটাই ধনী ছিল যে, তার ধন-ভাণ্ডারের চাবিগুলো এক বিশাল দল বহন করত। বলা হয় যে, সেই দলটি চল্লিশ জন সদস্য সম্বলিত ছিল। (তাফসিরে সাভী, পারা ২০, সূরা কাসাস, ৭৬ নং আয়াতের পাদটীকা, ৪/১৫৪৪) একটু ভাবুন! যার ধন-ভাণ্ডারের চাবিগুলো একটি দল বহন করত, তার ধন-ভাণ্ডার কত বড় হবে! কিন্তু সেই ধন-ভাণ্ডার তার কোনো কাজে আসেনি।

কারুনের শিক্ষণীয় পরিণতি

যখন হযরত মূসা কালিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের হুকুমে কারুনের নিকট যাকাত দাবি করলেন, তখন সে তা দিতে সম্মত হলো না। ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে লাগল এবং অবশেষে যাকাত অস্বীকার করে বলতে লাগল: বাহ! যখন সম্পদ আমি উপার্জন করেছি, তখন তোমাকে কেন দেব? তারপর সে এক নারীকে ধন-সম্পদ দিয়ে এই ব্যাপারে সম্মত

করল যে, যখন মূসা عَلَيْهِ السَّلَام লোকদের একত্রিত করে নসীহত করবেন, তখন সে তাঁর উপর তার সাথে অশ্লীলতার অপবাদ দেবে এবং এভাবে مَعَاذَ الله জনগণের সামনে তাঁকে লাঞ্ছিত করে দেবে। একদিন যখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام লোকদের একত্রিত করে ওয়ায-নসীহত করছিলেন, ঠিক সেই সময় কারুন তাঁকে বাধা দিল এবং বলল যে, অমুক নারীর সাথে আপনি مَعَاذَ الله অশ্লীল কাজ করেছেন। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এই কথায় খুব দুঃখিত হলেন এবং বললেন: এই নারীকে আমার সামনে নিয়ে এসো। যখন সেই নারীকে সত্যায়নের জন্য ডাকা হলো, তখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام রাগান্বিত ভঙ্গিতে বললেন: সত্যি সত্যি বলো! আসল ঘটনা কী? সেই নারী কেঁপে উঠল এবং সে সত্যি সত্যি বলে দিল যে, আমাকে কারুন প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়ে আপনার উপর অপবাদ দেওয়ার জন্য সম্মত করেছে।

তখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام অশ্রুসজল হয়ে সিজদায় চলে গেলেন এবং সিজদারত অবস্থায় তিনি عَلَيْهِ السَّلَام দোয়া করলেন: হে আল্লাহ! কারুনের উপর তোমার কহর ও গযব অবতীর্ণ করো। এর সাথেই হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এই ঘোষণা করে দিলেন যে, আমার সঙ্গীরা আমার দিকে এবং কারুনের শুভাকাঙ্ক্ষীরা কারুনের দিকে হয়ে যাও। তখন দুইজন চাটুকার ও তোষামোদকারী ছাড়া সবাই হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দিকে চলে এল। এখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام যমিনকে হুকুম দিলেন যে, হে যমিন! তুমি কারুনকে ধরে ফেলো। তখন সে এক ঝটকায় হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে ধ্বসে গেল। তারপর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام পুনরায় যমিনকে একই কথা বললেন, তখন সে কোমর পর্যন্ত মাটিতে ধ্বসে গেল। এটা দেখে কারুন ছটফট করতে লাগল এবং আর্তনাদ করতে লাগল, কিন্তু তার কান্নাকাটি

কোনো কাজে এল না এবং সে ক্রমাগত মাটিতে ধ্বসে যেতে লাগল, এমনকি সম্পূর্ণ মাটিতে ধ্বসে গেল। যখন কারুন ধ্বসে গেল, তখন তার দুই সঙ্গী, যাদের উপর দূর্ভাগ্যের ছায়া পড়েছিল, তারা অপপ্রচার করতে লাগল যে, হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام কারুনকে এজন্য মাটিতে ধ্বসিয়েছেন, যাতে তার বাড়ি এবং ধন-ভাণ্ডার দখল করতে পারেন। হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام এর আবার রাগ এল এবং তিনি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করলেন যে, কারুনের বাড়ি এবং ধন-ভাণ্ডারও মাটিতে ধ্বসে যাক। ফলে তার বাড়ি এবং ধন-ভাণ্ডারও মাটিতে ধ্বসে গেল এবং এখন কিয়ামত পর্যন্ত কারুন মাটিতে ধ্বসতে থাকবে আর তার সাথে তার ধন-ভাণ্ডারও তার মাথায় বোঝা হয়ে ধ্বসতে থাকবে।

(তাফসীরে সাভী, পারা: ২০, সূরা কিসাস, ৮১ নং আয়াতের পাদটীকা, ৪/১৫৪৬-১৫৪৭)

হে আশিকানে রাসূল! জানা গেল যে, পুঁজি এবং সম্পদ পুরোটাই অভিশাপ এবং তা কাউকে বাঁচাতে পারে না। মনে রাখবেন! দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ধনী হওয়ায় নয়, আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যে। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হতে পারব না যতক্ষণ আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পছন্দকে নিজের পছন্দের উপর প্রাধান্য দিবো না। তাই আমাদের প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পছন্দকে নিজের পছন্দের উপর প্রাধান্য দেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ; আমাদের মন চাইছে যে, ফজরের নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকি এবং নিজের ঘুম পূর্ণ করি, কিন্তু আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের নামায পড়ার হুকুম দিয়েছেন। তাই এখন আমাদের তাঁদের পছন্দকে নিজের পছন্দের উপর প্রাধান্য দিয়ে নামায পড়া উচিত। একইভাবে যদি

দাঁড়ি মুন্ডানোর মন চায়, তবে এই বিষয়েও মনের বিরোধিতা করা উচিত এবং সুন্নাত অনুযায়ী এক মুষ্টি দাঁড়ি রাখা উচিত। কিন্তু আফসোস! আজকাল খুব কম লোকই এমন করে, অন্যথায় সবদিকে নফস ও শয়তানের আনুগত্যের জোর চলছে।

মনে রাখবেন! যে নফসের বিরোধিতা করে, সে সফল হয়, সে যেই হোক না কেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঈমানদীপ্ত ঘটনা উপস্থাপন করছি।

রোগী নিজেই ডাক্তার হয়ে গেল

একবার সায়্যিদুনা শায়খ খাজা মাহবুবে ইলাহী নিযামুদ্দিন আউলিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মুরিদরা আরয করল: হুযুর! এখানে এক কাফের ঝাড়ফুঁক করে এবং তার চিকিৎসা খুব ভাল। যদি হুকুম হয় তবে তার কাছে নিয়ে যাই। তিনি বললেন: আমি চিকিৎসার জন্য কাফেরের কাছে যাব না। রোগ আরও বাড়ল এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অজ্ঞান হয়ে গেলেন। মুরিদরা তাঁকে সেই কাফেরের কাছে নিয়ে গেল। সে ফুঁ দিল, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه জ্ঞান ফিরে পেলেন এবং সুস্থ হয়ে গেলেন। তিনি নিজেকে সুস্থ দেখে সেই কাফেরকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি চিকিৎসায় এই দক্ষতা কীভাবে অর্জন করলে? সে বলল: আমার গুরু আমার থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, নফস যা কিছু বলবে তার উল্টোটা করতে হবে। তাই যখন ঠান্ডা পানি পান করার ইচ্ছা হয় তখন গরম পানি পান করি, ভাত খেতে মন চাইলে রুটি খেয়ে নিই। এভাবে নফসের কথার উল্টোটা করতে করতে আমার মধ্যে এই শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: এটা বলো! তোমার নফস মুসলমান হওয়ার অনুমতি দেয় কি না? সে বলল: নিষেধ করে। তখন তিনি বললেন: সে মুসলমান

হতে নিষেধ করে, তোমার নিয়ম অনুযায়ী তোমাকে তার কথার উল্টোটা করে মুসলমান হয়ে যাওয়া উচিত। এই কথাটি তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এমন এক হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বললেন যে, তা প্রভাবের তীরের মতো তার হৃদয়ে গেঁথে গেল এবং সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল যে, আমি আমার কুফরি থেকে তাওবা করে মুসলমান হচ্ছি এবং তারপর সে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। **(ফয়যানে সুন্নাত, ১/৭৩৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! এক কাফের নফসের বিরোধিতা করে কতটা উন্নতি অর্জন করল এবং অবশেষে আল্লাহ পাক তাকে এক ওলির ফয়যের দৃষ্টির বরকতে ইসলামের দৌলত দ্বারা ধনী করে দিলেন। আফসোস! আমরা নফসের পূজারী (গোলাম) এবং আমাদের নফস যেই জিনিসের দাবি করে আমরা তা করে ফেলি। নফস টাকার দাবি করলে তখন আমরা না হারাম দেখি না হালাল, না সাওয়াব দেখি না গুনাহ। আমাদের এটাই চিন্তা থাকে যে, ব্যস আমাদের টাকা চাই, এখন তা জুয়ার মাধ্যমে অর্জন করা হোক বা ভেজালের মাধ্যমে, ঘুষের মাধ্যমে হাতে আসুক বা সুদের মাধ্যমে। আমরা নিজেদের মনে ধারণা করি যে, আমরা খুব ভালো মানুষ, কারণ আমরা কারো ঘর উজাড় করি না, কারো পকেট কাটি না, অস্ত্র দেখিয়ে লুটপাট করি না। মনে রাখবেন! অস্ত্র দেখিয়ে লুটপাটকারীরা আসলেই ডাকাত, কিন্তু সমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা দেখতে ডাকাত নয় কিন্তু ডাকাতদের মতো তাদের উদ্দেশ্যও মানুষকে লুটে নেওয়া। যেমন; ঘুষের লেনদেন করে ভেজাল মাল বিক্রয়কারীরা,কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে এমন সব লোকের পাকড়াও হবে। কারণ যেভাবে ডাকাতি করে মানুষকে লুটে

নেওয়া ব্যক্তিরা জাহান্নামে যাওয়ার কাজ করছে, ঠিক সেভাবে ঘুষের লেনদেন করে ভেজাল মাল বিক্রয়কারীরাও জাহান্নামে যাওয়ার কাজ করছে।

মনে রাখবেন! অপরাধীরা দুনিয়ায় তো ঘুষ দিয়ে বা কারো সুপারিশের কারণে ছাড়া পেয়ে যায়, কিন্তু যখন মৃত্যুর শিকার হয়ে অন্ধকার কবরে পৌঁছাবে, তখন সেখানে না ঘুষ কাজে আসবে আর না কারো সুপারিশ। যদি আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট হন, তবে এমন লোকদের কবরের আযাব থেকে কে বাঁচাবে? তাই এমন লোকদের এখনই তাওবা করে গুনাহের কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত।

হতে পারে কারো মনে এই বিষয়টি আসবে যে, এখনো তো বয়স অনেক বাকি আছে, পরে তাওবা করে নেব। তাদের জন্য নিবেদন হলো, যদিও মৃত্যুর সময় নির্ধারিত, কিন্তু আমরা জানি না যে, কখন আসবে? আমরা সকাল-সন্ধ্যা যেকোনো সময় হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হয়ে এই নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব! কেউ খুবই সুন্দর বলেছেন:

عجب سَرا ہے یہ دُنیا یہاں پر شام و سحر
کسی کی کُوچ کسی کا قیام ہوتا ہے

আজব সরা হে ইয়ে দুনিয়া ইয়াহাঁ পর শাম ও সাহর
কিসি কি কুচ কিসি কা কিয়াম হোতা হে

অর্থাৎ কেউ মৃত্যুর শিকার হয়ে এই নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় হয় এবং কেউ জন্ম নিয়ে এই দুনিয়ায় পা রাখে। এভাবে শত কোটি মানুষ ইন্তিকাল করেছে এবং এখনো প্রতিদিন লাখ লাখ মানুষ ইন্তিকাল করছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

হে আশিকানে রাসূল! চিন্তা করুন! এই দুনিয়ার বাস্তবতা কী এবং আমরা কেন এর প্রতি এত আসক্ত? আল্লাহর ওয়াস্তে! নিজের এই সংক্ষিপ্ত জীবনের ব্যাপারে চিন্তা করুন এবং নিজের নরম শরীরের প্রতি দয়া করুন যে, এই নরম শরীর না গরম সহ্য করতে পারে আর না ঠান্ডা। আজ মুসলমানরা বড় শখ করে সিনেমা-নাটক দেখে, গান-বাজনা শোনে, ভেজাল মাল বিক্রি করে, মিথ্যা বলে, গালি দেয়, নামায কাযা করে, দাঁড়ি মুন্ডায় এবং মা-বাবাকে কষ্ট দেয়। এর পাশাপাশি নিজের সন্তানদের দ্বীন ও সুন্নাত অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয় না, বরং مَعَاذَ الله কিছু হতভাগার তো সুন্নাতকেও ঘৃণা হয়। জানি না এমন লোকদের কী হবে? দেখুন! না আমরা বৃষ্টি সহ্য করতে পারি না বন্যা, পটকা ফাটলে চমকে উঠি, হঠাৎ বিড়াল ডাকলে ভয় পেয়ে যাই, কুকুর ঘেউ ঘেউ করলে ভয় পাই। মনে রাখবেন! যদি আমরা কবরে এই অবস্থায় পৌঁছাই যে, আমাদের নিকট না নামায থাকল আর না রমযান মোবারকের রোযা, দুনিয়ায় দাঁড়ি মুন্ডাতে থাকলাম, ইংলিশ পোশাক পরতে থাকলাম, মাথায় বাবরী চুল রাখার পরিবর্তে নানা ধরনের স্টাইলের চুল রাখতে থাকলাম, মাথায় পাগড়ি শরীফ সাজানোর পরিবর্তে নগ্ন মাথায় ঘুরতে থাকলাম, শুধুমাত্র মডার্ন ও আধুনিক যুগের চাহিদা অনুযায়ী জীবন কাটাতে থাকলাম, যদি এমন হয় তবে কবরে আমাদের কী হবে এবং আমাদের কবরের আযাব থেকে কে বাঁচাবে?

আফসোস! শত কোটি আফসোস! যদি কোনো ইসলামী ভাই আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন তবে তাঁর সম্পর্কে আমাদের প্রতিক্রিয়া কিছুটা এমন হয়: “এরা তো পুরনো যুগের কথা নিয়ে বসে আছে, মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেছে কিন্তু মৌলভিরা জানি না কী কথা বলছে ইত্যাদি ইত্যাদি।” দেখুন! মৌলভি সাহেব সেই মহান ব্যক্তিত্বের কথা বলেন যিনি

যমিনে থেকে আঙুলের ইশারায় চাঁদকে দুই টুকরো করে দিয়েছিলেন এবং তিনি শবে মেরাজে চাঁদ থেকে অনেক দূরে বরং আরশে আযম থেকেও দূরে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন।

کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا
عرشِ اَعظم سے وَرىٰ طیبہ کا سلطان گیا

কেহতে হে সাতাহ পে চাঁদ কি ইনসান গেয়া
আরশে আযম সে ওয়ারা তৈয়বা কা সুলতান গেয়া

মৌলভি সাহেবের কথাকে অচল মনে করা ব্যক্তিরা যদি কুরআনে পাক বুঝে পড়েন এবং আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীসে মোবারক গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন তবে তারা জানতে পারবে যে, ইসলাম ও শরীয়তের শিক্ষা কত উত্তম।

এই নশ্বর দুনিয়ায় সবাইকে মরতে হবে

(আমীরে আহলে সুন্নাত, মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) এই নশ্বর দুনিয়ায় সবাইকে মৃত্যু বরণ করতে হবে, কেউই চিরকাল থাকতে পারবে না। একটা সময় ছিল যখন আমাদের দাদা-দাদি এবং নানা-নানি এই দুনিয়ায় ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁদের কেউই বেঁচে নেই। হায়! মা-বাবাও ইন্তিকাল করেছেন এবং বড় ভাই ও দুই-তিন জন বোনও ইন্তিকাল করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি নিজে ইন্তিকাল করতে দেখেছি, বরং কয়েকজনকে তো নিজের হাতে কবরে নামিয়েছি। যখন সবাই চলে গেছে, তখন নিশ্চয়ই একদিন আমাকেও এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। কেউ খুবই সুন্দর বলেছেন:

نسیمِ صبحِ گلشن میں گُلوں سے کھیلتی ہوگی
کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی

নাসিমে সুবহে গুলশান মে গুলোঁ সে খেলতি হোগি
কিসি কি আখেরি হিচকি কিসি কি দিল লাগি হোগি

আজ হয়তো কারও বিয়ের প্রথম রাত শেষ হয়েছে, সে নিজের ভেতর অনেক খুশি অনুভব করছে, অথচ আজই কেউ তার মৃত্যুর বিছানায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছে। একইভাবে কত বর এমন দেখা গেছে যে, গতকাল পর্যন্ত ফুলের মালা গলায় দিয়ে নফল নামায পড়ার জন্য হেলেদুলে মসজিদের দিকে যাচ্ছিল, তাদের উপর ফুল এবং নোট বর্ষণ করা হচ্ছিল, মেহমানদের জন্য খাবার রান্না করা হচ্ছিল এবং খুশির সীমা ছিল না। হায়! তারপর এমন এক সময় এল যে, সেই বরদের উপরই পুনরায় ফুল দেওয়া হলো, কিন্তু এখন তারা বিয়ের খুশিতে শোকরানার নফল পড়ার জন্য হেলেদুলে মসজিদে যাচ্ছিল না, বরং খাঁচার মতো খাটিয়ায় বন্দী এবং মানুষের কাঁধে চড়ে কবরস্থানের দিকে যাচ্ছিল। আগে বিয়ের অনুষ্ঠানে যেসব আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের ঠোঁট থেকে হাসির ফোয়ারা বের হচ্ছিল, আজ তাদের চোখ থেকে অশ্রুর ধারা বইছে। এই প্রসঙ্গে এক যুবকের শিক্ষণীয় ঘটনা পড়ুন:

বিয়ের প্রথম রাতে কিডনি ফেইল হয়ে গেল

(আমীরে আহলে সুন্নাত, মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) আমাদের বংশের এক যুবকের খুব জাঁকজমকের সাথে মডার্ন স্টাইলে বিয়ে হলো। এখনো তার বিয়ের প্রথম রাতই ছিল, সেই বেচারার দুটি কিডনিই ফেইল হয়ে গেল। আমি দেখার

জন্য হাসপাতালে পৌঁছালাম এবং তাকে দেখে ভাবতে লাগলাম যে, যদি সে বেঁচে যায় তবে হয়তো নামাযী হয়ে যাবে এবং নিজের আখিরাত সাজানোর জন্য তৈরি হয়ে যাবে, কিন্তু সে সুস্থ হতে পারল না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! সেই যুবক, যে কয়েক দিন আগে ফুলের মালা পরেছিল এবং নফল পড়ার জন্য পায়ে হেঁটে মসজিদে গিয়েছিল, বেচারার কিডনি ফেইল হয়ে গেল এবং তারপর কয়েক দিন পরই তাকে কাঁধে তুলে অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেওয়া হলো।

হে যৌবনের বড়াইকারীরা! হে যৌবনের বড়াইয়ে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া লোকেরা! মনে রেখো!

ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پر تجھ کو ناز ہے
تو بجالے چاہے جتنا چار دن کا ساز ہے

ঢল জায়েগি ইয়ে জাওয়ানি জিস পর তুঝকো নায হে
তু বাজা লে চাহে জিতনা চার দিন কা সায হে

ফেরেশতার ডাক

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ الله عَلَيْه বলেন: আমি একটি কিতাবে পড়েছি যে, চতুর্থ আকাশে এক ফেরেশতা এভাবে ডাক দেয়: হে ৪০ বছর বয়সীরা! তোমরা হলে ক্ষেত, আমরা তোমাদের ফসল কাটব। হে ৫০ বছর বয়সীরা! তোমাদের জন্য তাই, যা তোমরা আগে পাঠিয়েছ এবং যা পেছনে ছেড়ে এসেছ। হে ৬০ বছর বয়সীরা! তোমাদের জন্য কোনো অপারগতা নেই। হায়! সৃষ্টিকে যদি সৃষ্টি করা না হতো এবং যখন সৃষ্টি করাই হলো তখন হায়! জেনে নিত যে, কেন সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের কাছে কিয়ামত এসেই পড়েছে, তাই প্রস্তুতি নাও।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৩৬, হাদীস: ৪৬৬৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেই দুনিয়ার প্রতি আমরা আসক্ত ও পাগল এবং যেই দুনিয়া অর্জনের জন্য আমরা হারাম ও হালালের তোয়াক্কা করিনি, অতিশীঘ্রই তা আমাদের থেকে ছুটে যাবে। আমাদের মাঝে কতজন এমন ব্যক্তি রয়েছে, যাদের চেহারায় বার্ধক্য স্পষ্ট এবং তাদের অবস্থা হলো তাদের মধ্যে কেউ দাঁড়ি মুন্ডানো, কেউ এক মুষ্টির কম দাঁড়ি রেখেছে, কারো গালি দেওয়ার অভ্যাস আছে, কেউ বেনামাযী। এদের এখনই তাওবা করা উচিত, কারণ বার্ধক্যের পর যৌবন আসবে না। তবে যদি কোনো যুবক নিজের ভেতর এই আশা রাখে যে, বৃদ্ধ বয়সে তাওবা করে নেব, তবে এটা ভিন্ন কথা, কিন্তু সেই যুবকের এই আশাও ভুল এবং শয়তানের পক্ষ থেকে ধোঁকা। কারণ এখন বার্ধক্যও সৌভাগ্যবানের নসীবে জোটে, নতুবা অনেক যুবক বার্ধক্যের দোরগোড়ায় পা রাখার আগেই মৃত্যুর শিকার হয়ে অন্ধকার কবরে পৌঁছে যায়। এই বিষয়টি এভাবেও অনুমান করা যায় যে, আপনি আপনার মহল্লা বা এলাকায় বসবাসকারী লোকদের দেখে নিন। যদি আপনার এলাকার জনসংখ্যা এক হাজার হয়, তবে তাদের মধ্যে আপনি হয়তো দশ বা পনেরো জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দেখতে পাবেন, বাকি জনসংখ্যা হয়তো যুবকই হবে।

জানা গেল এই সমাজে এক বা দুই শতাংশ বৃদ্ধ ব্যক্তি আছে, বাকি লোকেরা বার্ধক্য আসার আগেই যৌবনের অবস্থায় ইন্তিকাল হয়ে যায়। জানি না প্রতিদিন কত যুবক এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। একইভাবে আপনি আপনার শহরের সবচেয়ে বড় হাসপাতালে চলে যান, সেখানে ভর্তি রোগীদের আত্মীয়দের কাছে জেনে নিন যে, রোগীর কী রোগ হয়েছে এবং তার বয়স কত? কেউ বলবে: আমাদের রোগীর দুই মাস ধরে পেটে

www.dawateislami.net

ব্যথা এবং তার বয়স ২২ বছর, কেউ বলবে: আমাদের রোগীর শেষ স্টেজের টিবি এবং তার বয়স ৩৫ বছর। অর্থাৎ অনেক রোগীর বয়স ৪০ বছরের ভেতরে হবে। হাসপাতালে আপনি কিছু শিশুকেও ভর্তি দেখতে পাবেন এবং কিছু শিশুর ব্যাপারে জানা যাবে যে, বেচারারা ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত।

যৌবনের মাঝপথে ইন্তিকাল

(আমীরে আহলে সুন্নাত, মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) আমার এক পীর ভাই ছিল, যার বয়স ছিল বিশ বছর ছয় মাস। সে বেচারা ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ভরপুর যৌবনের অবস্থায় ইন্তিকাল হয়ে গেল।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা মাঝে মাঝে মানুষের জানাযা যেতে দেখেন, বরং হতে পারে আপনার ঘর থেকেও মাঝে মাঝে জানাযা বের হয়েছে, কিন্তু তখন হয়তো আপনি বোঝার বয়সে পৌঁছাননি। আপনারা অনেক এমন লোক পাবেন যাদের পিতা এই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন এবং ইন্তিকাল করার পর তারা নিজের হাতে তাদের বাবার চোখ বন্ধ করেছে, কেউ তার দাদা জানের পায়ের বুড়ো আঙুল বেঁধেছে, কেউ তার যুবক ভাইয়ের জানাযায় কাঁধা দিয়েছে, কেউ তার মায়ের জানাযা উঠিয়েছে এবং কেউ তার ছোট শিশুকে দাফন করেছে। মোটকথা হয়তো খুব কমই এমন কেউ আছে, যার ঘর থেকে জানাযা বের হয়নি।

যখন কারো ঘর থেকে জানাযা বের হয় তখন মালাকুল মাউত عَلَيْهِ السَّلَام সেই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে যান এবং লোকদের কাঁদতে ও চিৎকার করতে দেখে বলেন: আমাকে কেন দোষারোপ করছ এবং মন্দ

বলছ? আমি তো আল্লাহ পাকের হুকুমে রূহ কবয করতে আসি। হে মৃতের জন্য ক্রন্দনকারীরা শোনো! আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে যতক্ষণ একজনও জীবিত আছে আমি এই ঘরে বারবার আসব এবং প্রত্যেককে একে একে নিয়ে যাব। যদি মানুষ মালাকুল মাউত عَلَيْهِ السَّلَام এর এই ডাক এবং ঘোষণা শুনে নিত, তবে মৃতকে ভুলে নিজের জন্য কাঁদা শুরু করত।

(ফুতুহাতে মক্কিয়া, ৮/৪৬৫)

হায়! দূর্ভাগ্যবশত আমরা জানাযা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না! যখন কখনো আমাদের ঘর থেকে জানাযা বের হয় তখন আমরা খুব কান্নাকাটি করি এবং নিয়মিত নামায পড়া শুরু করি। কিন্তু তারপর কিছু দিন পার হওয়ার পর মৃতকে ভুলে নামায থেকে দূরে সরে যাই। আমরা মৃতকে কেন ভুলি? এর কারণ একটি রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: যখন মৃতকে দাফন করে লোকেরা ঘরে ফিরে যেতে থাকে তখন এক ফেরেশতা কবরের মাটি উঠায় এবং প্রস্থানকারীদের উপর ছিটিয়ে দিয়ে বলে: হে লোকেরা! যাও দুনিয়ার কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে যাও। **(শরহুস সুদুর, পৃষ্ঠা: ১০৩)**

হে আশিকানে রাসূল! যখন কেউ ইন্তিকাল করে তখন ধীরে ধীরে তার ইন্তিকালের শোক শেষ হতে থাকে। এমনকি একটা সময় এমন আসে যে, লোকেরা ইন্তিকালকারী তাদের আত্মীয়-স্বজন, সন্তান এবং মা-বাবাকে ভুলে দুনিয়ার চাকচিক্যে হারিয়ে যায়। যেই মুসলমানরা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে, আমাদের তাদের সম্পর্কে ভাবা উচিত যে, এই সময় তাদের উপর কেমন অসহায়ত্ব ও একাকীত্ব ছেয়ে আছে! চিন্তা করুন! যখন একদিন আমাদেরও আমাদের আবদার পূরণকারীরা তাদের কাঁধে তুলে কবরস্থানে নিয়ে যাবে এবং আজ আমাদের ‘মিস্টার’ বলা লোকেরা কাল ‘মরহুম’ বলে ডাকবে, তখন আমাদের উপর কেমন

একাকীত্ব ছেয়ে থাকবে? যদি সেই সময় مَعَاذَ الله আমাদের কাছে নামায না থাকে, রমযান মোবারকের রোযা না থাকে, আমলনামা কদমে কদমে করা গুনাহে পরিপূর্ণ থাকে, আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট হন, তবে এমন অবস্থায় কবর আমাদের সাথে কেমন আচরণ করবে? এটি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ুন!

নামাযে অলসতা করা ব্যক্তিদের শাস্তি

একটি রেওয়ায়েতে আছে: নামাযে অলসতা করা ব্যক্তিদের কবর এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজরের হাড় ভেঙে চুরমার হয়ে একে অপরের মধ্যে ঢুকে যাবে। **(কুররাতুল উয়ুন মা'আ রওজুল ফায়েক, পৃষ্ঠা: ৩৮৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! কবরের আযাব থেকে না কারাটির কৌশল বাঁচাতে পারবে আর না কুস্তির মারপ্যাঁচ, না বক্সিংয়ের পাঞ্চ কবরের পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারবে আর না কোনো ধরনের অস্ত্র। হায়! যখন কবর চাপ দেবে তখন পাঁজরের হাড় ভেঙে চুরমার হয়ে একে অপরের মধ্যে ঢুকে যাবে। মনে রাখবেন! ভাঙা হাড় জোড়া লাগানোর জন্য কবরে না কোনো বো'ন স্পেশালিস্ট আসবে আর না কোনো মেডিকেল সার্জন বা হাকিম ইত্যাদি। বরং সেখানে তো সাপ বিচ্ছু তেড়ে আসতে থাকবে এবং আগুনও বাড়তে থাকবে এবং এ সবকিছু আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে হবে। দেখুন! আমরা দুনিয়ার গরম থেকে বাঁচার জন্য ঘরে ফ্যান এবং এয়ারকন্ডিশনার লাগিয়েছি, কিন্তু কবরের গরম থেকে বাঁচার জন্য নামাযের কোনো আয়োজন করিনি। তেমনিভাবে উত্তম চরিত্র, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, সততা এবং অন্যান্য নেক কাজ যা আমাদের জন্য কবরে আরামের উপলক্ষ্য হতে পারত, তার কোনো আয়োজন

করিনি। আমরা কেবল আমাদের ঘরকে ফার্নিচার দিয়ে সাজিয়েছি, যাতে আরাম পাওয়া যায়, ঘরে ভেন্টিলেটর বানিয়েছি যাতে আলো পাওয়া যায়, কিন্তু আফসোস! কবরে জান্নাতের ভেন্টিলেটরের কোনো ব্যবস্থা করিনি।

কিয়ামতের দিন আক্ষেপ ও অনুশোচনা

হে আশিকানে রাসূল! উদাসীনতার ঘুম থেকে জেগে উঠুন! মনে রাখবেন! যদি আমরা আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য না করি তবে আমাদের পরিণতি কী হবে? এই সম্পর্কে আল্লাহ পাকের সত্য বাণী মনোযোগ দিয়ে শুনুন! আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন:

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿۶۶﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব: ৬৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যেদিন তাদের মুখমণ্ডল উলট-পালট করে আগুনের মধ্যে জ্বালানো হবে, এ কথা বলতে থাকবে- ‘হায়, কোনোমতে যদি আমরা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করতাম! আর রাসূলের নির্দেশ মান্য করতাম!’

“কানযুল ঈমান” আমার আক্বা আলা হযরত, আশিকে রাসূল, ওলীয়ে কামিল মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কুরআনের অনুবাদ। আপনিও আপনার ঘরে কেবল কুরআনের অনুবাদ কানযুল ঈমানই রাখুন।

হে বেনামাযীরা! তোমরাও শোনো, হে মাহে রমযানের রোযা কাযাকারীরা, হে ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত অনাদায়কারী লোকেরা, হে ফরয হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও হজ্ব আদায় না করা লোকেরা, হে মা-বাবাকে কষ্ট

দেওয়া লোকেরা, হে দাঁড়ি মুন্ডানো বা এক মুষ্ঠির চেয়ে কম করানো লোকেরা, হে ভিডিও গেমস খেলা এবং খেলানো লোকেরা, হে সিনেমা-নাটক দেখা এবং দেখানো লোকেরা, হে গান-বাজনা শোনা এবং শোনানো লোকেরা, হে ধোঁকা দিয়ে ভেজাল মাল বিক্রয় করা লোকেরা, হে ঘুষের লেনদেন করা লোকেরা, হে সুদখোরিতে লিপ্ত থাকা লোকেরা, সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনো! যদি আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং ঈমান নষ্ট হয়ে যায়, তবে দুনিয়ার কোনো শক্তি তোমাদের আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তাই এখনো সুযোগ আছে, তাওবার দরজা খোলা আছে, এখনো তাওবা করা যেতে পারে, নতুবা পরে আপনাদের শিক্ষা, উচ্চ সনদ, বড় বড় ডিগ্রি এবং আপনাদের দক্ষতা আপনাদের আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না।

জাহান্নামের আযাবে গ্রেফতার লোকেরা প্রথমে তো আফসোস ও অনুশোচনা করে বলবে: হায়! আমরা যদি আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নির্দেশ মান্য করতাম, তারপর বলবে:

وَقَالُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّاۤ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَاۤ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব: ৬৭, ৬৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও আমাদের বড় লোকদের কথামত চলেছি। অতঃপর তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদের উপর বড় অভিসম্পাত করো !’

দুনিয়া ও আখিরাতে সফল কে?

হে আশিকানে রাসূল! দুনিয়া ও আখিরাতে সফল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত এবং বাধ্যগত। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿۷۰﴾ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿۷۱﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব: ৭০, ৭১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো সরল কথা বলো। তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে সে মহা সাফল্য লাভ করেছে।

চিন্তা করুন! এই আয়াতে মোবারকায় এটা বলা হয়নি যে, যে ম্যাট্রিক, ইন্টার, বিএ, বিকম করে নিবে বা ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, উকিল বা মন্ত্রী হয়ে যাবে সে সফল, বরং ইরশাদ করা হয়েছে: "যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে মহা সফলতা পেল।" আজ আমরা দুনিয়াবি পরীক্ষায় সফল হওয়ার দোয়া নিজেও করি এবং অন্যদের দিয়েও করাই, কিন্তু আসল পরীক্ষা কবর ও আখিরাতের এবং তাতে সফল হওয়ার জন্য আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য জরুরী। নিজের এই মানসিকতা তৈরি করে নিন যে, আমাদের আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দকে নিজের পছন্দের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ; যদি নফস বলে যে খুব ঠান্ডা, ওযু করতে গেলে ঠান্ডা লাগবে পরে নামায পড়ে নিও, তবে এখন আমাদের

www.dawateislami.net

নফসের বিরোধিতা করে নামায পড়া উচিত। কারণ আল্লাহ পাক কুরআনে মাজীদে বিভিন্ন জায়গায় নামায পড়ার হুকুম দিয়েছেন। যেমনটি পারা-১, সূরা বাকারার ৪৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন: (اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ) "**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** নামায কায়েম রাখো।" এছাড়াও আমাদের প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বারবার নামায পড়ার উৎসাহ দিয়েছেন।

মনে রাখবেন! যে ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামাযও ছেড়ে দিবে, সে হাজার হাজার বছর জাহান্নামে থাকার যোগ্য হবে। তাছাড়া নামায না পড়া ব্যক্তিরা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নামে যাবে এবং যখন জান্নাতীরা তাদের জিজ্ঞাসা করবে যে, তোমাদের কী বিষয় জাহান্নামে নিয়ে গেছে? তখন তারা উত্তর দেবে যে, আমরা নামায পড়তাম না। যেমনটি কুরআনে পাকে রয়েছে:

فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿۴۰﴾
عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۴۱﴾
مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿۴۲﴾
قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿۴۳﴾

(পারা ২৯, সূরা মুদ্দাসসির: ৪০ থেকে ৪৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: জান্নাতসমূহের মধ্যে জিজ্ঞাসা করে, অপরাধীদেরকে- তোমাদেরকে কিসে দোযখে নিয়ে গেছে?' তারা বলবে, 'আমরা নামায পড়তাম না।

দেখুন! আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ নফস নামায পড়তে নিষেধ করে। তবে কার কথা মানবে? আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথা মানবে নাকি নফসের? একইভাবে আল্লাহ

পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের দাঁড়ি বৃদ্ধি করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: গোঁফ খুব ছোট করো এবং দাঁড়িকে ক্ষমা করো (অর্থাৎ বৃদ্ধি করো), ইহুদিদের মতো আকৃতি বানিও না। **(শরহে মাআনিল আসার, ৪/২৮, হাদীস: ৬৪২২-৬৪২৪)**

নফস বলে দাঁড়ি রেখো না, অফিসার বলে দাঁড়ি রেখো না, মা-বাবা বলে দাঁড়ি রেখো না। তবে কার কথা মানবে? আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথা মানবে নাকি নফসের? মনে রাখবেন! যদি মা-বাবা দাঁড়ি রাখতে নিষেধ করেন, তবে এই ব্যাপারে তাদের কথা মানা যাবে না। কারণ যখন আল্লাহ্ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তবে এখন দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব এবং মুন্ডানো হারাম হয়ে গেছে। মনে রাখবেন! দাঁড়ি মুন্ডানো বা এক মুষ্ঠির চেয়ে ছোট করা উভয়ই নাজায়িয। **(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২২/৫৮১)** নিয়ত করুন যে, আজকের পর আমরা দাঁড়ি মুন্ডন করব না এবং ছাঁটাই করে এক মুষ্ঠির চেয়ে কম করব না।

চোখে জাহান্নামের আগুন

হে আশিকানে রাসূল! আজকাল আমাদের সমাজে গান-বাজনা এবং সিনেমা-নাটক ব্যাপক হয়ে গেছে এবং এর অশুভ প্রভাবে আমাদের সমাজ ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে গেছে। বর্ণিত রয়েছে: যে তার চোখকে হারাম দিয়ে পূর্ণ করবে, তার চোখকে জাহান্নামের আগুন দিয়ে পূর্ণ করে দেওয়া হবে। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃষ্ঠা: ১০)**

চিন্তা করুন! যখন চোখে ধুলোর সামান্য কণা পড়ে, তখন চোখ লাল হয়ে যায় এবং কষ্ট সহ্য হয় না, তবে আখিরাতে জাহান্নামের আগুন

কীভাবে সহ্য হবে! এই প্রসঙ্গে আরেকটি রেওয়ায়েত পড়ুন। হযরত ইমাম হাফিয আবুল কাসিম সুলাইমান তাবারানি উদ্ধৃত করেন: প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (স্বপ্নে) একটি দৃশ্য দেখলেন যে, কিছু লোকের চোখে এবং কানে পেরেক ঢোকানো হয়েছে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে আরয করা হলো: এরা সেই লোক, যারা তা দেখে যা তাদের দেখা উচিত নয় এবং তা শোনে যা তাদের শোনা উচিত নয়। **(মুজামু কবীর, ৮/১৫৬, হাদীস: ৭৬৬৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অঙ্গীকার করুন যে, আমরা আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির জন্য সিনেমা-নাটক দেখা এবং গান-বাজনা শোনা থেকে সত্যিকার তাওবা করছি এবং আজকের পর আমরা সিনেমা-নাটক দেখা এবং গান-বাজনা শোনা থেকে বেঁচে থাকব। اِنۡ شَآءَ الله

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়া:..১
দরূদ শরীফের ফযিলত..১
চাদর আগুনে ফেলে দিলেন...২
ঘর ভেঙে সমান করে দিলেন ২
আমাদের বর্তমান অবস্থা ৪
(১) ভালোদের অনুকরণের কারণে মুক্তি মিলল ৬
(২) মাথা ও দাঁড়িতে আটা ছিটানোর অদ্ভুত ওসিয়ত ৭
সাদা চুল সম্মান ও মর্যাদা.. ৮
আমাকে বাদ্যযন্ত্র ভাঙার জন্য পাঠানো হয়েছে............................ ৮
সম্পদের চিন্তায় এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু ৯
কারুনের শিক্ষণীয় পরিণতি.. ১০
রোগী নিজেই ডাক্তার হয়ে গেল ১৩
এই নশ্বর দুনিয়ায় সবাইকে মরতে হবে.................................. ১৭
বিয়ের প্রথম রাতে কিডনি ফেইল হয়ে গেল ১৮
ফেরেশতার ডাক ১৯
যৌবনের মাঝপথে ইন্তিকাল.. ২১
নামাযে অলসতা করা ব্যক্তিদের শাস্তি ২৩
কিয়ামতের দিন আক্ষেপ ও অনুশোচনা ২৪
দুনিয়া ও আখিরাতে সফল কে? ২৬
চোখে জাহান্নামের আগুন...২৮

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net